আবর্জনা

সৈয়দ মামুনূর রশীদ

চট্টগ্রাম শহরের ৩৭ লাখ অধিবাসীর দৈনন্দিন জীবনে অন্যতম প্রধান সমস্যা আবর্জনা। প্রতিদিন একজন মানুষ গড়ে তিন কেজি আবর্জনা উৎপাদন করে। সে হিসাবে নগরীতে প্রতিদিন সাড়ে ৯ হাজার টন বর্জ্য উৎপন্ন হচেছ। নগরীর অভিজাত ও প্রধান কিছু এলাকা ব্যতিত এই বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা এখনো নাগরিক চাহিদার অনুকুল নয়। এছাড়া নাগরিক অভ্যাসও অনেক ক্ষেত্রে আবর্জনা ব্যবস্থাপনার সহযোগী নয় । চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রায় ক্ষেত্রে অভিজাত এলাকাগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে নগর বস্তি এবং অনুন্নত এলাকাগুলোতে আবর্জনা নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা যথাযথ নয়। এখনো এসব এলাকায় দিনের পর দিন আবর্জনা পড়ে থাকে,এসব আবর্জনা পঁচে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দুর্বিসহ করে তুলে এলাকার পরিবেশ। অনেক সময় মাসের পর মাস এসব আবর্জনা নালায় জমে ব্যহত করে এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ।

চট্টগ্রাম মহানগরীর আবর্জনা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। সিটি কর্পোরেশন এই কাজে বিপুল সংখ্যক জনবল নিয়োজিত রেখেছে। এদের মধ্যে হরিজন সম্প্রদায়ের লোকজন ছাড়াও সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশী মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনও রয়েছে। আবর্জনা নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে ময়লার গাড়ী, ভ্যান, ট্রলি প্রভৃতি ব্যবহার করছে সিটি কর্পোরেশন। প্রথমে নগরীর জামালখান ওয়ার্ড়কে হেলদি সিটি ঘোষণার পর ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ওয়ার্ড়ও এই কার্যক্রমের আওতায় আসছে। হেলদি ওয়ার্ড়গুলোতে ভ্যানগাড়ীতে করে ময়লা-আবর্জনা নিষ্কাশন করা হচেছ। এক্ষেত্রে একজন ভ্যানচালক নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট এলাকায় যায় এবং ঘন্টা বাজিয়ে এলাকাবাসীদের জানিয়ে দেয় এবং লোকজন তাদের ময়লা ভ্যানগাড়ীতে এনে জমা করে। এরপর ভ্যানচালক সে ময়লা নিয়ে যায় নির্দিষ্ট ডাম্পিং এলাকায়।

মহাত্মা গান্ধী যাদেরকে হরিজন বলে সম্মানিত করেছিলেন তাদেরকে আমরা চিনি মেথর কিংবা সুইপার নামে। ময়লাকে নিয়ে এদের জীবন। মহানগরীতে খোলা পায়খানার ব্যবহার হ্রাস পাওয়ায় এখন মেথরদের কার্যক্রমও কমে গেছে। ফলে এই মেথররাও অনেকেই এখন যোগ দিয়েছে সুইপার বা ঝাড়ুদারের কাজে। সুইপাররা মুলত: রাস্তা ঝাড়ু দেয়ার কাজ করে থাকে। হরিজন সম্প্রদায়ের লোকজন এদেশে আসার পেছনেও মজার একটা ইতিহাস রয়েছে।

১৮৬৮ সালে মিউনিসিপ্যাল আইন প্রবর্তিত হয়। মি. কার্কউড তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। মিউনিসিপ্যাল এলাকায় তিনি চারটি পায়খানা নির্মাণ করেন। এরপর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সে পায়খানা ব্যবহার বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেন। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে চারটির মধ্যে তিনটি পায়খানা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। কাজে ব্যর্থতা এবং মুসলমানদের ক্ষিপ্ত করার জন্য শেষ পর্যন্ত কার্কউডের পদাবনতি ঘটে এবং তাকে অন্যত্র বদলি করা হয়। ১৮৭০ এর দশকে বিহার ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল এলাকায় মেথর আমদানি করা হয়। তবে, '৯০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এজন্য নাগরিকদের কোন ট্যাক্স দিতে হয়নি।

চেরাগের নীচে অন্ধকার! নগরীর চারটি সুইপার কলোনীর একটি হলো পূর্ব মাদারবাড়ী সুইপার কলোনী। এখানকার বয়স্ক নারী-পুরুষ সকলেই সুইপার বা মেথরের কাজ করছেন। কিন্তু এই সুইপার কলোনীর যত্রতত্র প্রায়শই ময়লা-আবর্জনা পড়ে থাকে। কলোনীতে ঢুকতেই নাকে আসে উৎকট দুর্গন্ধ। এখানে সেখানে বাচচাদের মল-মূত্র পড়ে থাকে। এসবের দিকে কারো কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। যারা আবর্জনা সরিয়ে এই নগরীকে সুন্দর করে রাখে প্রতিদিন তাদের চারপাশ ঘিরে রেখেছে আবর্জনা আর দূর্গন্ধ-কী চমৎকার নির্মমমতা! কী নির্মম উপহাস! এটাকেই বলে প্রদীপের নীচে অন্ধকার!

মানুষ থাকলে আবর্জনা সৃষ্টি হবেই। কিন্তু এই আবর্জনা সুষ্ঠুভাবে নিষ্কাশন না করলে বা এক্ষেত্রে আমাদের আচরণ যথাযথ না হলে তবেই সমস্যা। এই সমস্যা আমাদের পরিবেশ নষ্ট করছে, আমাদের জীবনযাত্রা ব্যহত করছে। আমরা সচেতন হলে আবর্জনা আমাদের সমস্যা না হয়ে হতে পারে সম্পদ। আবর্জনা রিসাইক্লিং করে বিভিন্ন পন্য তৈরীর বিষয়ে এখন চিন্তা ভাবনা চলছে।

নানা দূষণে পৃথিবী এখন রুগন্ত, দূষিত। কী ধনী কী দরিদ্র, কী শিক্ষিত কী অশিক্ষিত সকলেই সমানে দূষণ করে চলেছে পরিবেশ। এই দূষণ থেকে পৃথিবীকে রক্ষার করুন। আসুন আমরা আমাদের পৃথিবীকে বাঁচাই।

সৈয়দ মামুনুর রশীদ, পশ্চিম মাদার বাড়ী, চট্টগ্রাম, ০১/০৭/২০০৬